দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

04 2002

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের অন্তর্কোন্দলে শিবিরের পোয়াবারো

রমাপ্রসাদ বাবু, শাবি থেকে : শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের অন্তর্কোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। ফলে বহুধাবিভক্ত ছাত্রদলের গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রায়শই অস্ত্রের মহড়া, অপহরণ ও প্রহৃত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। এ অবস্থায় একদিকে যেমন ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে, অন্যদিকে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে না পারায় শিবির একক আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে।

ছাত্রদলে গ্রুপিং শুরু বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকেই। তারপরও প্রতিপক্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে ঠেকাতে তারা একসঙ্গে কাজ করে গেছে। আর এ গ্রুপিং প্রকট হয়ে ওঠে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর। সরকারদলীয় সাংসদ নাসির উদ্দিন পিন্টু সিলেটে মাজার জিয়ারত করতে এসে ক্যাম্পাসে শহরের মিজান গ্রুপকে প্রাধান্য দিয়ে যান একতরফা কমিটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সে থেকে কামাল-পারভেজ ও হাবিব গ্রুপ ফুঁসতে থাকে।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে চাঁদাবাজি, নির্মাণ কাজে বাধা প্রদানসহ ২১ ফেব্রুয়ারি পালনে প্রশাসনের কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা আদায় নিয়ে বাকবিতণ্ডা, বিভিন্ন নেতাকর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার ও সাংসদ ঘোষিত কমিটি সিলেট জেলা জাতীয়তাবাদী দল কর্তৃক বাতিল হলে অন্য গ্রুপগুলো প্রাধান্য ফিরে পায়। ফলে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে চাঁদাবাজির ও অন্যান্য ঘটনায় দোষারোপ করতে থাকলে একই দিন ক্যাম্পাসে দুদুটি গ্রুপ সংবাদ সম্মেলন করে।

গ্রুপিঙের জের ধরে শাহপরান হলে সিট দখলকে কেন্দ্র করে গত ৬ এপ্রিল ২৩৬নং কক্ষ থেকে ফাহিম-জাবেদ গ্রুপ সাপ্লাই গ্রুপের নেতা হাবিবকে অপহরণ করে নির্যাতন চালায়। এদিকে ৪২১ নম্বর কক্ষে সিট দখল নিয়ে আদিব গ্রুপের সঙ্গে কামাল-পারভেজ গ্রুপের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়।

ছাত্রদলের গ্রুপিঙের সর্বশেষ শিকার সংস্কৃতি অঙ্গন। অন্তর্কোন্দলের জের ধরে বিপক্ষ গ্রুপকে ঠেকাতে ফাহিম-জাবেদ গ্রুপ প্রশাসনকে ব্যবহার করে নাট্য প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে ছাত্রদলের ৫টি গ্রুপই অন্য গ্রুপগুলোর অস্তিত্ব শেষ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে গত কয়েকদিন ধরে এক গ্রুপের হাতে অন্য গ্রুপের নেতাকর্মীরা প্রহৃত হচ্ছে। প্রায় প্রতি রাতে ছাত্রদলের গ্রুপগুলো সশস্ত্র মহড়া শুরু করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, এ নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

কামাল-পারভেজ গ্রুপের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ব্যক্তি ইমেজে আলাদা গ্রুপ সৃষ্টি করেছে শান্ত। এর জের ধরে পারভেজ গ্রুপ শান্ত গ্রুপের কয়েক নেতাকর্মীকে গত ২৬ জুলাই প্রহৃত করে। পাল্টা জবাবে শান্ত গ্রুপের ছেলেরা পারভেজকে প্রহার করে। একই দিনে আদিব গ্রুপের নেতা আদিব হলে না থাকায় ফাহিম-জাবেদ গ্রুপ গাঁজা সেবনের অভিযোগে ঐ গ্রুপের ৩ জন কর্মীকে ধোলাই দেয় ও আটকে রাখে। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তা শেষ হয়। এ অবস্থায় নিজেদের প্রভাব অটুট রাখতে ছাত্রদলের দুদুটি শর্তসাপেক্ষ এক হয়ে অন্য গ্রুপগুলো ঠেকানোর কৌশল নির্ধারণ করছে।

অন্তর্কোন্দল প্রসঙ্গে ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপের নেতৃবৃন্দ জানায়, পূর্বের বিভিন্ন ঘটনায় পক্ষপাতিত্ব, অঞ্চলভিত্তিক প্রভাব, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভ ছাত্রদলকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছে।